জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৬শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১২ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩৬৬ ইংরাজী 27th May. 1959 { ২য় সংখ্যা

মনোমত

সুন্দর, সস্তা আর মজবুত

জিনিষ যদি চান তা হ'লে

আরতির

"রাণী রাসমণি"

শাড়ী ও ধুতি কিনুন।

কাপড়কে সব দিক থেকে আপনাদের পছন্দমত করার সকল যত্ন সত্ত্বেও যদি কোন ত্রুটি থাকে, তাহ'লে দয়া ক'রে জানাবেন, বাধিত হ'ব এবং ত্রুটি সংশোধন করবো।

আরতি কটন মিলস্ লিঃ

দাশনগর, হাওড়া।

লিভার ও পেটের পীড়ায়

কুমারেশ

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১২ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার সন ১৩৬৬ সাল।

"প্রভুরই সব, রঘুর এই বাতাসটুকু !"

—০—

গুরুদেব বংশানুক্রমে শিষ্যকে ধন্য করিতে তার বাড়ীতে পদার্পণ করেন প্রতি বৎসর। শিষ্য গুরুকে যথাশক্তি ভোজনাদি করাইয়া চরণে কিছু অর্থ দিয়া প্রণাম করিয়া থাকে গুরুদেব এই অর্থকে বলেন বার্ষিকী প্রণামী। শিষ্য এই অর্থকে দক্ষিণা নামও দিয়া থাকেন। গুরু বাড়ীতে আসিয়া শিষ্যের প্রদত্ত উপাদেয় আহার্য্য গ্রহণ করিয়া যখন বিদায় হন তখন তাঁহাকে যাহা দেওয়া যায় তাহার নাম দক্ষিণাও বলা হয়। এই অর্থ না দিলে শিষ্যের গুরু ভক্তির লাঘব করা হয়।

এক পল্লীগ্রামে রঘুনাথ দাস নামে এক দরিদ্র কৃষক বাস করে। তার স্বজাতি আত্মীয় সঙ্গতিপন্ন অনেক লোকও আছে। গুরুদেব জানেন যে রঘু অতি গরীব, কখনও তাঁহাকে খাওয়াতে পারে না, প্রণামী দিতেও পারে না। গ্রামে অন্যান্য সঙ্গতিপন্ন শিষ্যদের বাড়ীতে গুরুদেব গেলে রঘুনাথ সংবাদ পাওয়া মাত্র সেই বাড়ীতে গিয়া গুরুকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইয়া থাকে। গুরুদেব যে শিষ্যর বাড়ী পদধূলি দেন সেই শিষ্যই রঘুনাথকে প্রসাদ খাইবার নিমন্ত্রণ করে। রঘুনাথ এইভাবে গুরুদেব গ্রামে আসিলেই পরস্মৈপদী বিনা ব্যয়ে প্রসাদ পাইয়া থাকে।

রঘুনাথের পত্নী ছাড়া আর কেহ নাই। সন্তানাদি বালাই নাই। প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙিতেই পত্নী সুসংবাদ দিল—ঘরে আজ কিছু নাই। খাবে কি? রঘু গুরুদেবের "ফ্রি-ভক্ত"। কখনও এক পয়সা তাঁহাকে দেয় নাই। পত্নীর কথায় উত্তর দিল—গুরুদেব আছেন। বাড়ীর বাহির হইতেই দেখিল গুরুদেব অন্য একজন গরীব শিষ্যের বাড়ী প্রবেশ করছেন। রঘুও গুরুদেবের অনুগমন করিয়া সেই বাড়ী প্রবেশ করিল। শিষ্যটি গুরুকে নিবেদন করিল—প্রভু, আমাদের অশৌচ, এই বলিয়া একটি আধুলি প্রভুর চরণে দিয়া প্রণাম করিল। রঘুনাথ প্রভুর একটি আধুলি হরিনামের ঝোলায় রক্ষিত হইতে দেখিয়া হিসাব করিয়া দেখিল—প্রভুকে যদি আজ বাড়ী নিয়ে গিয়ে তাঁরই আধুলিটি ভাঙাইয়া সাত আনার মধ্যে প্রভু, আমি, আমার স্ত্রী, এই তিন জনের মধ্যাহ্নকৃত্য চালাইতে পারি, বাকি এক আনা প্রভুকে প্রণামী দিই, তবে গুরুসেবাও হয় আর তাঁর কৃপায় আজকার দিনটাও চলে যায়।

অশৌচের বাড়ীতে প্রভুর আহারাদি চলিবে না, সেইজন্য রঘুনাথ প্রভুর চরণ যুগলে মস্তক স্পর্শ করিয়া নিবেদন করিল—দেবতাকে কখনও এই অধম নিজের কুটিরে নিয়ে যাবার সৌভাগ্য করতে পারেনি। আজ যদি মধ্যাহ্নকৃত্য অধমের কুঁড়েতে হয় তবে ধন্য হই। গুরুদেব আর দ্বিধা না করে রঘুনাথের ভগ্নকুটিরে তার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। রঘুনাথ স্ত্রীকে গুরুদেবের আগমন জানাইয়া একটি বগ্‌নো জল নিয়ে গুরুর চরণযুগল ধৌত করিয়ে এক এক গণ্ডুষ পাদোদক স্বামী-স্ত্রীতে পান করিয়া মস্তকে হাত মুছিল। যতক্ষণ গুরুদেব রঘুর বাড়ীতে আসিয়া বসিয়াছেন, রঘু একখানি তালপাতের পাখা দিয়ে বাতাস করিতে লাগিল। স্ত্রীর হাতে পাখাখানি দিয়া এক কলকী তামাক সাজিয়া দিয়া ঘরে ঢুকিয়া প্রভুর হরিনামের ঝোলা হইতে আধুলিটি বাহির করিয়া নিয়া বাজারে গেল। চাল, ডাল, ঘি, সৈন্ধব নুন একটি সন্দেশ পাকা কলা নিয়ে এলো। পাড়ার এক গৃহস্থের বাড়ী হ'তে গুরুদেবের নাম করিয়া এক ঘটি দুধ নিয়ে এলো। স্ত্রী রান্নার উদ্যোগ করিতে লাগিল, রঘু তখন পাখা দিয়ে প্রভুকে বাতাস করিতে লাগিল। রঘুর বাজার করা জিনিষগুলি দেখিয়া প্রভু বলিলেন—এত কেন আন্‌লে রঘু, সিদ্ধ পক্ক হ'লেই হতো। যতক্ষণ গুরুদেব এসেছেন হয় রঘু না হয় তার স্ত্রী গুরুদেবকে বাতাস করিতেছিল। গুরুর কথায় রঘুনাথ বলিল—আমার কিছু নাই প্রভুরই সব! রঘুর এই বাতাস-টুকু। ভোজনের পর রঘুনাথ আর তার পত্নী প্রসাদ পাইয়া ধন্য হইল। গুরুদেব যাইতে উদ্যত হইলে রঘু একটি এক আনী দিয়া প্রণাম করিল। গুরুদেব যখন বলিলেন—প্রণামীও দিলে? রঘুনাথ উত্তর দিল—আমার কিছু নাই, প্রভুরই সব রঘুর এই বাতাসটুকু। এক আনীটি ঝোলায় রাখার সময় গুরুদেব দেখিলেন তার আধুলিটি নাই। তখন রঘুনাথকে জিজ্ঞাসা করিল—রঘু! ঝোলার মধ্যে আমার একটি আধুলি ছিল, সেটি নাই দেখছি? রঘুনাথ, করজোড়ে নিবেদন করিল—প্রভু, আমি তো বরাবরই প্রভুকে বলে আসছি—প্রভুরই সব, রঘুর কেবল বাতাসটুকু।

এই গল্পটি

বলার উদ্দেশ্য—গত ২৩শে মে শনিবার কলিকাতা বিডন স্কোয়ারে পশ্চিম বঙ্গ রাজনীতিক সম্মেলন আরম্ভ হয়। ইহাতে নিখিল ভারত কংগ্রেস অধিষ্ঠাত্রী সভানেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী উদ্বোধন করেন এবং শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী অধিবেশনে সভানেত্রীর আসন অলঙ্কৃত করেন।

সভার প্রারম্ভে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা কংগ্রেস সভানেত্রী শ্রীমতী গান্ধীর হস্তে পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক প্রদান করেন। প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেসাধিপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ পশ্চিম বঙ্গের মুখ্য মন্ত্রীর জন্মদিনে প্রায় প্রত্যেকবার লক্ষ টাকার চেক প্রদান করিতেন—মুখ্যমন্ত্রীও সঙ্গে সঙ্গে ঐ টাকা কংগ্রেসের কার্য্যে ব্যয় করিবার নির্দ্দেশ দেওয়া রিহ্যারস্যাল দেওয়াই থাকিত। একবার কেবল মন্ত্রী মহাশয়ের জীবনী ও ব্যক্তিগত ব্যয়ের কথা অতুল্য বাবু উল্লেখ করেন। অতুল্য বাবু প্রত্যেকবার অত টাকা কোথায় পাইতেন। কখনও এই হিসাব নিকাশ কাহাকেও দিতেন কি না সরকার কি কোন সংবাদ লওয়া আবশ্যকীয় মনে করিতেন কি না?

অত টাকা যে অতুল্য বাবু নিজে দেন নাই আমাদের গল্পের রঘুনাথের মত প্রভুরও নয়। আমরা অতুল্য বাবুর অত বৎসরের এবং যাদবেন্দ্র বাবুর এই পঞ্চাশ হাজার কোথায় পাওয়া যায় তার খবরদারী রাজ্য সরকারের সে হিসাব লওয়া যেন নীতিসঙ্গত বলিয়া মনে করি। তাহা না করিলে স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত—

"খোলহ ফণ্ড
হবে না পণ্ড
করো না ভয় কি ভাব না—
গুরুর কৃপায়
দশজনে খায়
আমরাই কেন খাব না"

এইভাবে "রঘুনাথের বাতাসটুকু দিয়া" প্রসাদ ভোগ করা হয় কি না। বিডন স্কোয়ারে সম্মেলনে যে ভূতের বাবার শ্রাদ্ধ—মারামারি রক্তারক্তিকাণ্ড ইহা আলোচনা করা বিশেষতঃ দেশের মাতৃস্বরূপা দুইজন সর্ব্বজন পূজিতা মহিলা শ্রীমতী গান্ধী ও শ্রীমতী কৃপালনী ও অন্যান্য মহিলাবৃন্দের সম্মুখে যাহারা সংঘটন করিয়াছে তাহারা তাড়িখানার সভ্য এবং গুণ্ডা দলভুক্ত হওয়ার যোগ্যতাপ্রাপ্ত এ বিষয় আলোচনার একমাত্র শব্দ "ছিঃ" ভিন্ন অন্য শব্দ নাই।

আমাদের প্রার্থনা

যদি স্বাধীনতার প্রলোভন দিয়া কোন ব্যক্তি ধাপ্পা দিয়া দেশের লোক ঠকাইয়া "তিলক স্বরাজ্য ফণ্ড" বা সেই প্রকার মহৎ কার্য্যের নাম করিয়া টাকা আত্মসাৎ করিয়া থাকে তাহাদের তদন্ত করিলে বা তাহাদের ত্যক্ত সম্পত্তি হইতে সেই টাকা সরকারভুক্ত করিলে দেশের অনেক টানাটানি ঘুচে। ভবিষ্যৎ সয়তানেরাও ভয় পায়।

রবীন্দ্র স্মারক অনুষ্ঠান

গত ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার বৈকাল ৬টায় কাঞ্চনতলা উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে উক্ত বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতির সভ্যগণ, শিক্ষক ও ছাত্রগণ কর্ত্তৃক আহূত এক সভায় ৯৯তম রবীন্দ্র স্মারক অনুষ্ঠান প্রতিপালিত হয়। ছাত্রগণের অভিভাবক, অভিভাবিকা, স্থানীয় ভদ্র মহোদয় ও মহিলাগণ এবং অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকগণ মিলিয়া প্রায় দেড় হাজার লোক ঐ সভায় সমবেত হন।

প্রারম্ভে উৎসব সমিতির সম্পাদক শ্রীনৃসিংহ-প্রসাদ কালী সমবেত ব্যক্তিগণকে স্বাগত সম্ভাষণ জানান এবং বিদ্যালয় পরিচালক সমিতির সভাপতি শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় সভার উদ্বোধন করেন।

রবীন্দ্র প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের পর ছাত্রগণ রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি ও প্রবন্ধ পাঠ করে। সভায় পৌরোহিত্য করেন বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যাপক শ্রীজহর সেন এম. এ ও রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করেন বহরমপুরের সঙ্গীত শিল্পী শ্রীসুধীন সেন ও শ্রীবিজনকুমার ঘোষ। সভাপতি শ্রীজহর সেন তাঁহার মনোজ্ঞ ভাষণে রবীন্দ্র প্রতিভার বিভিন্ন দিকের আলোচনা করেন। পরিশেষে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয় শ্রীশ্রীপতিভূষণ দাস এম. এস. সি. বি. এল সভাপতি শ্রীজহর সেন, সঙ্গীত শিল্পীদ্বয় ও সমাগত ব্যক্তিবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে সভার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। বহুদিন এ অঞ্চলে কোন সভায় এরূপ জনসমাগম হয় নাই। বিদ্যালয়ের ছাত্রস্বেচ্ছাসেবকগণ ও শিক্ষকগণের আন্তরিকতা ও সযত্ন তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠানটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত হয়।

সরকারী বিজ্ঞপ্তি

যে সকল দরখাস্তকারী (১) রাধারঘাট—সাঁইথিয়া (আন্তঃ আঞ্চলিক রুট) ও (২) ধুলিয়ান—নিমতিতা রুটে বাস চালাইবার জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন, যতদূর সম্ভব বিশদ বিবরণী সমেত তাঁহাদের নামের একটি তালিকা মুর্শিদাবাদের আঞ্চলিক পরিবহণ প্রাধিকারের নোটিস বোর্ডে ও জেলার প্রত্যন্তবর্তী মহকুমা শাসকদের নোটিস বোর্ডে টাঙাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সম্পর্কে কাহারও কোন বক্তব্য থাকিলে তাহা পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে জানাইতে হইবে। যে সময়ে ও যেস্থানে আবেদন ও বক্তব্যসমূহ বিবেচিত হইবে, তাহা সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাসময়ে জানানো হইবে।
স্বাঃ—এ, সি, চট্টোপাধ্যায়, সচিব, আঞ্চলিক পরিবহণ প্রাধিকার, মুর্শিদাবাদ।

সরকারী বিজ্ঞপ্তি

বহরমপুর—পাহাড়পুর ঘাট (ভায়া লালবাগ) রুটে যাত্রিবাহী গাড়ী চালাইবার জন্য একটি স্থায়ী পারমিট দেওয়া হইবে। এই উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট ফর্মে (মুর্শিদাবাদ আঞ্চলিক পরিবহণ প্রাধিকারের অফিসে পাওয়া যাইবে) নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট ২৪শে জুলাই (১৯৫৯) তারিখের মধ্যে দরখাস্ত করিতে হইবে। সচিব, আঞ্চলিক পরিবহণ প্রাধিকার, মুর্শিদাবাদ।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ৮ই জুন ১৯৫৯

১৯৫৮ সালের ডিক্রীজারী

২৮ অন্য ডিঃ হাজি আবদুল রসিদ দেং হাসিব সেখ দাবি ৭২ টাকা ৩০ নঃ পঃ থানা সুতী মৌজে বংশবাটী ৮৮ শতক জমি আঃ ২৫৲

১৯৫৫ সালের ডিক্রীজারী

৩৩৪ খাং ডিঃ নবকুমার সিংহ দুধোরিয়া দিং দেং রায় জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বাহাদুর দিং দাবি ৫২ টাকা ৪৭ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে রঘুনাথগঞ্জ ৩ শতকের কাত ৩।৶০ মধ্যে দেন্দারের অর্দ্ধাংশ আঃ ৫০৲ খং ৬৪২ ২নং লাট মৌজাদি ঐ ১৩ শতকের কাত ১৫/০ মধ্যে দেন্দারের অর্দ্ধাংশ তদুপরিস্থিত পোক্তা বসতবাটী ইট, কাঠ, তীর, বরগা, কপাট, চৌকাট, জানালাসহ নওয়া জিম্মা আঃ ৯৫০৲ খং ৪৮৬

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৫ই জুন ১৯৫৯

১৯৫৯ সালের ডিক্রীজারী

১৭ খাং ডিঃ মহিপাল বাহাদুর সিংহ দিং দেং মানোয়ার আলি মণ্ডল দিং দাবি ১৭২ টাকা ৩৯ নঃ পঃ থানা সাগরদীঘি মৌজে জিনদীঘি ২০-১৪ শতকের কাত ৮৭॥০ আঃ ৫০৲ খং ১৫৪

২২ খাং ডিঃ ঐ দেং বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় দিং দাবি ৮৫ টাকা ৭৫ নঃ পঃ মৌজাদি ঐ ৯-২৪ শতকের কাত ৬০৸/২ আঃ ২০৲ খং ৮১

১৯৫৮ সালের ডিক্রীজারী

৩৪ মনি ডিঃ সিদ্দিক হোসেন দিং দেং মুসরে খাতুন বিবি দাবি ৩৭ টাকা ৯৭ নঃ পঃ থানা সাগরদীঘি মৌজে মোরগ্রাম ৪১ শতকের কাত ১৩/২ আঃ ২০৲ খং ৬৬৩ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব

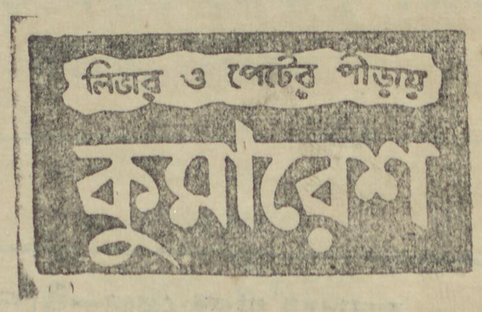

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিন্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ম" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুর‍্যাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সুতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমুর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১৵০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেন্ট :—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড সন্স

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউন্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্, সাইকেলের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, সাইকেল, ফটো-ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।